নিরাপদদীর্ঘজীবেষু / ঘর / ফেরা / বংশধর / উত্তরাধিকার / সমস্ত ছাপিয়ে তবু বীতপত্র সাধ / মাঝে মাঝেই আমি / স্মারক / কাকে খুঁজছো / ফেটে যায় বেহায়া শিমুল / শব্দ / ঝড় / হাত / কবি / বাঘবন্দী

প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ

আসন্ন প্রকাশ : এ বয়সে ঈর্ষা নয় / কবিতা ভাবনা (প্রবন্ধ)

প্রকাশক এবং পরিবেশক : শম্ভু রক্ষিত
মহাপৃথিবী ১১ ঠাকুরদাস দত্ত ১ম লেন হাওড়া-১

নিরাপদ্দীর্ঘজীবেষু

এখনও দাঁড়িয়ে আছে
পুবমুখো দরদালান,
খিলানের শাদা অহংকার
ফাটিয়ে শেকড় গাড়ছে
হিংস্থটে পাকুড় ;
শান বাঁধানো ঘাটের চাতাল
দাঁতভাঙা বুড়োর মতো
অস্থিসার ;
নাটমন্দিরের মাথায়
বাজ-খাওয়া ত্রিশূল
বেঁকে আছে,
কুলদেবতার মুখে
নিরন্নের কালি।

জেগে ওঠ, কিংবদন্তী,
প্রপিতামহীর সেই অলৌকিক
কথোপকথনে,
খুলে দাও, লুপ্ত স্মৃতি,
জং-ধরা সিন্দুকের ডালা,
বংশধরের কোষ ভ'রে থাক্
তেজীয়ান বীজে,
দর্পিত ঘুঘুর ডাক স্তব্ধ ক'রে
প্রতিধ্বনিত হোক্
পূর্বপুরুষের স্বস্তি—
নিরাপদ্দীর্ঘজীবেষু

ঘর

অথচ তুমি অন্যরকম
ভেবে রেখেছিলে।
গোঁয়ার সংকল্পে ছিল
বালিকার
আকাশকুসুম।

সম্বল বলতে শুধু পত্তনির ইট
কাঁঠাল গাছের ছায়া
নিমুকোলতায় ঘেরা পুরোনো পুকুর।

নির্জন দুপুরে ফুটত কাঠের উনুনে
ভাতের বদলে স্বপ্ন,
একদিন ভোরে
ডোবার তামাটে জল
মাছে রুপো হ'বে।

এখন কাঁঠালের গুঁড়ি ঘিরে
শ্যাওড়ার জঙ্গল,
ভরদুপুরে শেয়ালদম্পতি
দর্প হরণের নীতিকথায় খ্যা খ্যা হেসে ওঠে,
সন্ধে থেকে হুতুমের তিন পুরুষের গল্প ;

বাউণ্ডুলে বংশধর উপবীত ফেলে
কতোকাল দেশছাড়া
হাঘরে ঘুরছে ঘর খুঁজে।

ফেরা

একদিন না একদিন ফিরে আসব
ভেবে, সে বেরিয়ে যায়।

বৃষ্টির ঝাট লেগে ধুয়ে যাবে ব'লে,
যাবার আগে
উত্তরের দেয়াল জুড়ে তালপাতা টাঙায়,
আটচালা ঘরের চালে
অজন্মার বিশীর্ণ খড়ের আঁটি
যত্ন ক'রে গোঁজে।

কুলুঙ্গিতে গৃহদেবতার নিরন্ন মুখে
অমঙ্গলের ছাপ
দেয়ালে পুরুষানুক্রমে বিবর্ণ
স্বস্তিক চিহ্ন।

উঠোনের বাঁধানো তুলসীতলায়
একবার থমকে দাঁড়ায়,
সদর দরজায় ঠাকুমার আমলের
ভারী তালা ঝুলিয়ে
খানিকক্ষণ কী যেন ভাবে

একদিন না একদিন
কেউ না কেউ ফিরে আসবে
কেউ না কেউ

বংশধর

যার জন্যে
অর্থাৎ ফোটাবে ব'লে যাকে,
প্রপিতামহের মজা দীঘি থেকে
তুলে নিয়ে
ছেড়ে দিলে গঞ্জের নোনাজলে
পায়রাচাঁদাদের ভিড়ে,
সে কিন্তু
মাছের ভেড়ী, বাজার ও বিপণি
এড়িয়ে
ঢেউ খেয়ে উল্টোপাল্টা
উজানের চোরা টানে
নয়ানজুলির গন্ধে
বাঁড়ুজ্যে-দীঘিতে ফিরে গেছে।

এয়োতির শাঁখ শুনে
তার সন্ধে হয়
শান বাঁধানো ঘাটের চত্বরে
ক্রুদ্ধ খড়ম
তাকে
কিছুতেই ঘুমোতে দেয় না।

উত্তরাধিকার

তোকে যে লুকিয়ে দেখি আজকাল
তুই টের পাস ?
ইচ্ছে ক'রে দূরে দূরে রাখি
পাছে তোর মাছরাঙা
আমাকে এড়িয়ে
উড়ে যায়।

অথচ সকাল সন্ধে
তোকে দেখা ছাড়া
কাজ নেই।
তোর শিশু শরীরের ননী
কার হাতে ভেঙেচুরে
গ'ড়ে উঠছে
নতুন শরীর।

তোর মুখে ছেলেমানুষীর সর
কেটে গিয়ে
দেখা দিচ্ছে আমার আদল
আমাদের,
বাঁড়ুজ্যে-বাড়ির।
প্রপিতামহের জেদ
তোর রক্তে,
চওড়া হ'য়ে ওঠা কাঁধে
অকুতোভয় পিতামহ

তোরই হাতে দিয়ে যাব, বংশধর,
উত্তরাধিকার ,
তোরই বুক মুখে ক'রে
মুখে নেব তোর হাত থেকে
মুখাগ্নির নুড়ো নয়,
বংশের মশাল।

সমস্ত ছাপিয়ে তবু বীতপত্র সাধ

আকাশের প্রসারিত হাতে নিমন্ত্রণের চিঠি
সঙ্গিনীর চোখে প্রিয়তম ভঙ্গীর আশ্বাস
ভবিষ্যতের করিডর জুড়ে
সাফল্যের সারিবদ্ধ ফোটোগ্রাফ
সমস্ত ছাপিয়ে তবু বীতপত্র সাধ।

অলক্ষ্যে কোথাও যেন বেড়ে যায়
চত্বরের ঘাস।
ক্যালেণ্ডার, জীবনবীমা এবং
সীমিত ত্রিভুজের
জটিল মানচিত্র ও বিবিধ হাতেমতাই
যা-কিছু ভুলিয়ে রাখে,
সমস্ত ছাপিয়ে ওঠে
দাম্ভিক পায়ের শব্দ,
বীতপত্র সাধ।

মাঝে মাঝেই আমি

মাঝে মাঝেই আমি চ'লে যাই
যেখানে
তোমার চিতার ওপর
মুথা ঘাস ছেয়ে আছে।

যেভাবে
খুনী লুকিয়ে যায়
ঘটনাস্থলে
অসতর্ক আঙুল কুড়িয়ে আনতে ;

যেভাবে
গোয়েন্দা যায়
উল্টো রাস্তা ধ'রে
হারানো চাবির খোঁজে ;

যেভাবে
সাক্ষীরা যায়
একা একা
পরম্পরা সাজিয়ে নেবার জন্যে।

মাঝে মাঝেই আমি চ'লে আসি
যেখানে
তোমার চিতার ওপর
একরাশ মুথা ঘাস
ঘন হ'য়ে আছে।

স্মারক

পাতাটি থেকে কেটে দিচ্ছি তোমার নাম
আমার নামও
এখন আর কোনো নাম নেই তালিকায়
কাগজটাকে মুঠোয় নিয়ে মোচড়াতে মোচড়াতে
আস্তে বলের মতো গড়িয়ে দিই
তোমার দিকে

আমাদের পারস্পরিক বিচ্ছেদ
হাত ধরাধরি ক'রে এগিয়ে যায়

কাকে খুঁজছো

উল্টোপাল্টা হাওয়া দিচ্ছে, বুঝতে পারি
বিকেলে বারান্দার রেলিঙ তোমার যথেষ্ট নয় ;
তুমি এখনও হাস্নুহানার ফুল ছিঁড়ে আনতে চাও
হোলির আবীর মাখতে ছেঁটে ফেল
পিঠভর্তি চুল,
চোখ-গেল পাখির জ্যোৎস্নায় ভেসে যাবে ব'লে
ক্ষিপ্রহাতে খুলে ফেল বর্ষীয়সী শাড়ি।

কাকে খুঁজছো সাঁকোর ওপরে দাঁড়িয়ে ?
সে লোকটা এখন গাছতলায়
ছড়ানো খোলামকুচি ঘাঁটতে ব্যস্ত,
কুমীরপিঠ গাছের গুঁড়িতে হাত ঘসছে
বুকে তার
বাঘবন্দীর ঘুঁটির ছক সাজানো,
চোখে, বনতুলসীর ঝোপের
লুকোচুরির অকালপক্ব দুপুর,
মগজে, কৌতুহলে প্রথম নতজানু হবার
তিতিবিরক্ত মৌমাছি।

ফেটে যায় বেহায়া শিমুল

গুমোট স্বপ্নের মধ্যে ফেটে যায় বেহায়া শিমুল,
তামাটে ঘুমের গির্জে, আঁচড়ে দেয় জ্যোৎস্নার শর্করা,
তুলো ওড়ে লজ্জাহীন, আঁশভর্তি সংক্রামক বীজ
ছড়ায় বুকের মাঠে ; আগাছা ও কাঁটাঝোপ ভেঙে
শুঁড়িপথে দৌড়ে যায় চতুর শেয়াল, কোনাকুনি ;
টান দিলে ছেঁড়ে সুতো, মাঞ্জা ও লাটাই ধরা হাত
আফশোষে কপাল ঠোকে, ট্যারা চোখে ভোকাটা ঘুড়ির
ল্যাজের লেলানি নাচ ; দাড়ি নাড়ে বেআক্কেলে বুড়ো
মেঘের ফোকর থেকে, টেপা চোখে অশ্লীল কৌতুক।

ততক্ষণে ফুঁসে ওঠে ছুমন্তর হাওয়া, পর্দাদের
ডানা ছিঁড়ে ফ্যাঁতাফেতি, বেসামাল ঘাঘরা ও চাপকান,
তোতা পুঁথি রা কাড়ে না ; কই হে, কোথায় দীপ্ত মাছ,
ঘাই দিতে ভুলে গেছ ? ভাঙো না, চাঁদের হাসি, বাঁধ,
শিমুল ফাটার শব্দ ডুবে যাক, ঘুমে ডুবি আমি।

শব্দ

নিরীহ বইয়ের মধ্যে
মারাত্মক শব্দ শুয়ে থাকে,
ভূতে পাওয়া বালিকার গল্প থেকে
উঠে আসে
ব্যক্তিগত গল্পের কাঠামো,
খড় ও দড়িতে গোল কৌতূহল
আঙুলেরই জিজ্ঞাসা ও জেদ ;
সন্তরণ ভেদ ক'রে মাথা তোলে
নিমজ্জিত সিঁড়ি,
বর্ণনার অশ্বপৃষ্ঠ সওয়ার উল্টিয়ে
দিগ্বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য
অন্ধকারে তীব্র ছুটে যায়।

ঝড়

শব্দ ক'রে ভেঙে পড়ল ডাল বা কার্নিশ
সার্শিতে আলোর ফ্যাঁস, আধমাইল ড ড ড
সে দেখি শিটিয়ে শাদা, বাঁ হাতে বালিশ
খাম্‌চে, ব'সে আছে কাঠ। একটু ঝুঁকতেই
কাটা গাছটির মতো প'ড়ে গেল ; যেই
জড়িয়ে ধরলুম তাকে, হাজারটা শিস্‌
তার মোমে জ্ব'লে উঠল, আমি রক্ষকের
চূড়ো থেকে বাতাসকে যতো বলি, দূর হ, দূর হ
ততো সে ফাঁসিয়ে তোলে শরীরের খড়,
আগুন ঝড়কে ডাকে, আগুনকে ঝড়।

হাত

চাঁপার সগোত্র নয়, কাঁপেও না তারে
নিতান্ত কাজের হাত, তবু না ছুঁয়েও
জড়ায় সকাল-সন্ধে, বেড়া বাঁধে পাড়ে,
আমার উড়কি ধান মুড়োয় না কেউ।

সেই হাতই রাত হ'লে বেড়ালীর থাবা,
ছিঁড়ে ছেনে ক্ষান্তি নেই, খুঁড়ে তোলে হাড়
মগজের গোরস্থানে, আমার প্রতিভা
খুবলে খায়, নিংড়ে নেয় স্বজনের মাড়।

কবি

খাতার ওপর ঝুঁকে আছেন
পলক নেই চোখে,
একটা শব্দ কেঁদে উঠলে
একে সরিয়ে ওকে
যত্ন ক'রে শোয়ান।

চমৎকৃত হবার ভয়ে
চোখ রেখেছেন কানে,
কানকে পাছে জব্দ করে
নিরবয়ব গানে,
রাতের ঘুম খোয়ান॥

বাঘবন্দী

বড় অসময়ে এলে দক্ষিণের হাওয়া
আমি কি তেমি আছি, নেচে উঠব ফের ?
কেবল ছিটকিনি নড়বে তোমার সংঘাতে
শুনবে না ধর্মের কথা বেহায়া কাফের।

সরল রেখায় তুমি এসো না, সুন্দরী।
তৈরী আছি, বাঘবন্দী খেলতে চাও যদি
চোখ কান খোলা রেখে ঘুঁটি নেড়ো চেড়ো
একটু হেরফের হ'লে সলিল সমাধি!